দৈনিক বার্তা

FEB. 01 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

শেরাটনে ব্রিটিশ শিক্ষা বাজারে স্বপ্ন সন্ধানী তারুণ্যের ঢল

ফজলুল বারী

ঢাকা শেরাটন হোটেলে বসেছে ব্রিটিশ শিক্ষা বাজার। এ বাজারকে কেন্দ্র করে উচ্চ শিক্ষাসন্ধানী তারুণ্যের যেন ঢল নেমেছে পাঁচতারকা হোটেলটির লন-লবি-বলরুম সব জায়গায়। উচ্চ শিক্ষার আশায় এই তারুণ্য যেতে চায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের দেশ যুক্তরাজ্যে। নামকরা সব মহাজনও সওদা বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। স্টলে স্টলে সওদার নানা ফর্দ– ক্রুশিয়ার, সিডি ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। হাতের কাছে এসেছে বিশেষ এক সুযোগ। সে দেশের নামকরা ১৫টি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার খুঁটিনাটি সব তথ্য মিলছে এক সঙ্গে। স্বপ্নের দেশের স্বপ্নের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মেলে ধরা হয়েছে হাজার হাজার পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যের নানা অফার। সিডি-ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে সাজানো সব ক্যাম্পাসের জীবন। ক্লাস-ল্যাবরেটরি-রিক্রিয়েশনের নানা বৃত্তান্ত। স্বপ্নসন্ধানী তারুণ্য এসব অফার লুফে নিতে চাইছে। তারা দল বেঁধে ফরম পূরণ করে জমা দিচ্ছে নির্দিষ্ট কাউন্টারে। এমন সব আশা স্বপ্নের প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভাসছে পুরো শেরাটন এলাকা এখন। বৃহস্পতিবার থেকে হোটেলের বলরুমে শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শিক্ষা মেলা– 'এডুকেশন এ্যাট দ্য রেইট অব ইউকে ফেয়ার ২০০২।' শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে এ মেলা।

এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল। গত বছরও তারা একই ভেন্যুতে একই রকমের একটি মেলার আয়োজন করেছিল। গত বছরের মেলা থেকে বিপুল সাড়ার অভিজ্ঞতায় এবারের আয়োজনটি সাজানো হয়েছে

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শেরাটনে ব্রিটিশ শিক্ষা

(১২-এর পাতার পর)

রাজসিক কায়দায়। আগেরবারের মেলায় দেখা-পরিচয়ের কারণে ইউনিভার্সিটি অব লুটনের স্টলকে ঘিরে এবারেও ভিড় বিস্তর। বলা হয়ে থাকে, লুটন থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের চাকরি-কর্মক্ষেত্রের নিশ্চয়তা এক শ' ভাগ! সে জন্য স্বপ্নবিলাসী তারুণ্যের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় এ প্রতিষ্ঠানের স্টলও ভিড়ে ব্যস্ত ভীষণ। তবে এবারেই মেলায় প্রথম এসেছে ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর মতো প্রাচীন ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রিটল কলেজের স্টলও আছে এই মেলায়। যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম, প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানটি কৃষি বিষয়ক পড়াশুনা-গবেষণার জন্য জগতসেরা। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ইংল্যান্ড ইন বার্মিংহাম, ডেভিড গেম কলেজ, ইডেক্সেল ইন্টারন্যাশনাল, হলবর্ন কলেজ, লীডস মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, লিভারপুল জন মুরস্ ইউনিভার্সিটি, মিড্লসেক্স ইউনিভার্সিটি, রিচমন্ড দ্য এ্যামেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইন লন্ডন, স্টাডি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালসহ মোট ১৫টি বিখ্যাত ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের স্টল নিয়ে সাজানো হয়েছে এই শিক্ষা মেলার বাজার। মেলা উপলক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছাড়াও প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা এসেছেন ঢাকায়। মেলার সুযোগে ব্রিটেনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজাররা সরাসরি এসব প্রতিনিধিদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা-মতবিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এটিএম জহুরুল হক 'মেলা উদ্বোধনের সময় ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালক কার্ল রয়টার এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর থেকে তারুণ্যের ভিড় শুরু হয়ে যায় স্টলে স্টলে। অনেকে মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। অনেক মা আবার একাকী এসে জানতে চাইছেন ভর্তির সুযোগ মিললে কত টাকা লাগবে, টাকা কিস্তিতে দেয়া যাবে কিনা, ভিসা মিলবে কিনা– এসব বাস্তব প্রশ্নের। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের এডুকেশন প্রমোশন এ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজার রিপা ওয়ালী জনকণ্ঠকে বললেন, ব্রিটেনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক এমন গড়ে প্রতিদিন ৪০/৫০ তরুণ তাঁদের অফিসে নানা তথ্য জানতে যায়। আগ্রহী তারুণ্য এবং তাদের অভিভাবকদের সে দেশে ভর্তি, পড়াশুনা সম্পর্কে এক সঙ্গে অনেক তথ্য যোগানের স্বার্থেই তাঁরা এই মেলার আয়োজন করেছেন। গত বছরের মেলার নিট ফলাফল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য তাৎক্ষণিক বলতে না পারলেও রিপা জানালেন, জুলাই ২০০০ থেকে জুন ২০০১ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ৯৯৯ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার্থে গেছে ব্রিটেনে। বাংলাদেশ থেকে এখনও বার-এট-ল, আইটি এবং বিবিএ-এমবিএ পড়তেই বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী সে দেশে যাচ্ছে।